দেওয়ানবাগীর গোমর ফাঁক
মুরিদরা হতাশ
সূফী সম্রাট এখন শুধু তামাশা
দেওয়ানবাগীর গোমর ফাঁক

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
জামিয়া নুরিয়া ইসলামিয়া
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর, ঢাকা-১২১১

সম্পাদনায় ঃ
মুফতি ওজায়ের আমীন
মাওলানা রফিকুল ইসলাম

প্রকাশকাল ঃ ১৫/০২/২০১০ ইং

কম্পোজ ঃ মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির
০১৯২৫ ৯৪০৭৫৬

হাদিয়া ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

জামেয়া নুরিয়া ইসলামিয়া
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর
ঢাকা-১২১১

মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

আল বালাগ পাবলিকেশন্স
১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আনওয়ারুল কোরআন প্রকাশনী
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

জামেয়া নূরিয়া ইসলামিয়া আশরাফাবাদ কামরাঙ্গীর চর ঢাকা এর মহা পরিচালক মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ সাহেবের বাণী

হামেদাওয়া মুসল্লিয়াওয়া মুসাল্লিমা

সৃষ্টির শুরু থেকেই চলছে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, হক্ক-বাতিলের সংঘাত, এর মধ্যে হক পন্থীরা ইস্পাত কঠিন হয়ে বাতিলের মুকাবেলায় জিহাদ করে সত্যের পতাকা সমুন্নত রেখেছে। তবু শয়তানের চেলারা নির্মূল হয় না। এ পর্যায়ে ব্যাংঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা শয়তানী চক্রের ফসল হিসাবে বেশরা পীর ফকিরদের আবির্ভাব মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আকিদা ধ্বংসের এক গভীর ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

'মুরিদরা হতাশ' বইটি এ কর্তব্য সাধনেরই একটি বিরাট বড় প্রয়াস। ডিজিটাল শয়তানী চক্রের মূলোৎপাটনে বইটি খুবই চমৎকার। আমি আশা করি এটা হতাশা কাটিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক তার অশেষ মেহেরবাণীতে কবুল করুন এবং সকলের জন্য হেদায়াত নসীব করুন। আমীন।

শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ

প্রথম অক্ষর

বাংলাদেশ গরীব দেশ। প্রবাদ আছে, 'গরীবের বউ সবার ভাবী'। অর্থাভাবকে পুঁজি করে খ্রীষ্টান মিশনারীগুলো স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। কিছু সংখ্যক ক্রীড়নক ধর্মগুরু সেজে সুকৌশলে ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত। বিশেষ মহলের অর্থানুকুল্যে তারা আস্তানা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রশাসনকে হাত করে নেয়। সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে দলে ভিড়ায়। অশিক্ষিত লোকেরা তাদের মিথ্যা বুলি শুনে আকৃষ্ট হয়। এদেরই একজন ঢাকার অদূরে তথাকথিত দেওয়ানবাগ দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা মাহবুবে খোদা নামধারী স্বঘোষিত সুফী সম্রাট দেওয়ানবাগী। ১৯৪৯ সালে বি-বাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে তার জন্ম। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সোহাগপুর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। এরপর তাল শহর আলিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করে। কফিলুদ্দিন ওরফে লিল মিয়া নামক এক ব্যক্তির নিকট প্রথমে মুরিদ হয়। ১৯৭৪ সালে ফরিদপুরস্থ চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল সুলতান আহমদের নিকট মুরিদ হয় এবং তার ১টি কন্যা বিবাহ করে। শ্বশুরের গদী দখল করে বেশি দিন টিকতে পারেনি। অবস্থা বেগতিক দেখে ঢাকার দিকে পাড়ি জমায়। প্রথমে সে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানাধীন দেওয়ানবাগ গ্রামে আস্তানা গাঁড়ে। এলাকার মানুষ তার ভ্রান্ত মতবাদ দেখে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে ও উৎখাত করে। তারপর সে ঢাকার ১৪৭ আরামবাগে এসে আস্তানা গেড়ে বসে। বিদেশী প্রভুদের টাকার জোরে নাকি ঐ এলাকার নিরীহ মানুষের নামে বহু মামলা দায়ের করে। দেওয়ানবাগ গ্রামবাসীর কাছে এ ধরণের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়।

আরামবাগে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটি আস্তানা স্থাপন করেছে। মদিনার রওজা শরীফের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজের মত একটি গম্বুজও তার আস্তানার উপর নির্মাণ করেছে। প্রথমে সে বিশ্ব সুফী সম্মেলন নামে ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করেছে। এই টোপে তেমন সাড়া মিলেনি। পরে দেয়ালে দেয়ালে বিশ্ব আশেকে রাসূল সা. সম্মেলনের টোপে এখন যথেষ্ট অগ্রগামী।

জনমনে প্রশ্ন –

- এত অর্থ সে পেল কোত্থেকে ....।
- মক্কা-মদিনা সে যায় না কেন ....?
- আটরশী পীরের মত আস্তানার গণ্ডির বাইরে সে যায় না কেন? ভূতের ভয়ে ভীত? বাইরে গেলে কি ভূতে চাপা দেবে?
- আলেম ওলামা তার ধারে কাছে যায় না কেন?
- হাস্যকর আশেকে রাসূল-এর কাছে ঐ সব ছেলেদের এত আনাগোনা কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সুফী খন্নাসের বিভ্রান্তিকর বিকৃত অনুবাদ ও মনগড়া অপব্যখ্যাসমূহ থেকে কয়েকটি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। আল্লাহ তা'আলা উক্ত ভণ্ড প্রতারক ও রাসূলের (সাঃ) দুশমনের খপ্পর থেকে দেশ ও জাতিকে হেফাজত করুন। আমীন।

১ নং মতবাদ ঃ চন্দ্রপাড়ার পীর সাহেব তার 'হক্কুল ইয়াকিন' বইয়ে ২৯ পৃঃ লিখেছেন– কোন লোক যখন নফসীর মক্কামে গিয়ে পৌছে, তখন তার কোন ইবাদত থাকে না। উল্লেখ্য যে মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী ঐ চন্দ্রপাড়ার পীরের জামাতা ও খলিফা। তিনি অভিমত দিয়ে ঐ বইটিকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং দেওয়ানবাগী ও উক্ত মতাবলম্বী এবং আল্লাহ কোন পথে বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠায় ঐ ধরণের কিঞ্চিৎ আলোচনান্তে বলেছেন, নফসীর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! এই ভণ্ড খবীস সুফী সাধকগণের সাধনালব্ধ জ্ঞানের নামে যে কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে ভিন্নমত খাড়া করেছে। মুহাম্মদী ইসলাম নামে কুফুরী মতবাদ প্রচার করছে। দেয়ালে দেয়ালে বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলন নামের বিজ্ঞাপন লাগিয়ে চলছে। কুফরী আকিদাযুক্ত বই পুস্তক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা, বয়ানের ক্যাসেট ও লক্ষ লক্ষ লিফলেট প্রচার করছে। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এমন কি বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত সরলপ্রাণ মুসলমান তার এই কুফরী আকিদার ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে চিরতরে ঈমান রত্ন হারাচ্ছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক ইবাদত। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে এজাম, পীর-মাশায়েখ মৃত্যু পর্যন্ত অক্লান্তভাবে আদায় করে গেছেন। সবাইকে করতে বলে গেছেন।

মা'ছুম, বে-গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে কখনও নামাজ ছাড়েন নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নামাজের জন্য ভীষণ তাকিদ করে গেছেন। জামাই, শ্বশুর (চন্দ্রপাড়া, দেওয়ানবাগী) উভয় সাধনা লব্ধে যে মক্বামে নফসীর আবিষ্কার করেছেন এখন সেটাই লক্ষ্যণীয়। 'যেখানে গেলে আর ইবাদত লাগে না'। **প্রশ্ন হচ্ছে :** - আমাদের নবীজি কি সে মকামে পৌঁছতে পারেন নি? তার তো ইবাদত মাফ হয়নি। তিনি মি'রাজ রজনীতে আরশ কুর্সি বেহেস্ত-দোযখ ঘুরে আসলেন। আল্লাহ পাকের দিদার ও সাক্ষাতে ধন্য হলেন, কিন্তু মক্কামে নফসীর কোনো টের পেলেন না। জুনায়েদ বোগদাদী, বায়েজীদ বোস্তামী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী ও মাহবুবে সোবহানী আব্দুল কাদের জ্বিলানীও ঐ মক্বামে নফসীর সন্ধান পেলেন না? স্রেফ দেওয়ানবাগী সাহেব আর তার পীর ঐ মক্বামে নফসীতে পৌঁছে গেলেন। কি আশ্চর্য? কি ভণ্ডামী।

প্রশ্ন : – মক্কামে নফসী অর্থ কি? উত্তরঃ মক্বাম মানে পজিশন। আর নফসী মানে আমার। এ দুয়ের সমন্বয়ে মানে হচ্ছে আমার পজিশন। সাবাস। শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার বলেছেন,

نفس شیطان زد کریما راه من + رحمت باشد شفاعت خواه من

অর্থাৎ 'হে প্রভূ নফস শয়তান আমাকে ধ্বংস করেছে। এখন তোমার রহমতেরই আমি একান্ত আশাবাদী'। এখানে তিনি নফসকে শয়তান বলেছেন। এ হিসেবে 'মক্বামে নফসী' মানে শয়তানের মক্বাম। এ মক্বামে পৌঁছলে আর ইবাদত লাগেনা। ঠিকই বলেছেন দেওয়ানবাগী সাহেব। শয়তানের আবার ইবাদত কিসের? লা হাওলা ....।

আল্লাহ পাক বলেছেন, الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين অর্থাৎ 'যারা আমার ইবাদত অস্বীকার করবে, নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে তারা জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, ان الذين امنو او عملوا الصالحات كانت لهم جنت الفردوس نزلا অর্থাৎ 'যারা ঈমান আনবে আর আমলে ছালেহ করবে তারা জান্নাতুল ফেরদৌসে সদা স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করবে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন– واعبد ربك حتي ياتيك اليقين অর্থাৎ 'আপনি ইবাদত করুন মউত পর্যন্ত।' আর সুফী সম্রাট বলেছে মক্কামে নফসীতে গিয়ে ঠেকলে আর ইবাদত লাগে না।

বন্দা আছে বন্দেগী নাই বদ হালতে জিন্দেগী

শয়তান নফসের গোলাম হলে, দেওয়ানবাগীর উপায় কি?

২নং মতবাদ ঃ সূফী সম্রাট দেওয়ানবাগী ১৯৮৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতি বার রহমতের সময় মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহান সংস্কারকের দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে বিশ্বনবী হযরত রাসূল (সা.) তাঁকে ১৯৮৯ সালের ৫ই এপ্রিল বুধবার রহমতের সময় ইসলাম ধর্মের পূনর্জীবনদানকারী খেতাবে বিভূষিত করেন। (আল্লাহকে সত্যিই কী দেখা যায় না : পৃঃ ৫৭)

৩নং মতবাদ ঃ দেওয়ানবাগীর ভক্ত আহমাদুল্লাহ যুক্তিবাদী বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নির্মিত কা'বা ঘর এবং স্বয়ং রাসূল (সা.) বাবে রহমতে হাযির হয়েছেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে নবী কারীম (সা.) বলতেছেন, তুমি ধারণা করতেছ যে শাহ দেওয়ানবাগী হজ্ব করেননি, তোমার ধারণা ভুল। আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.) তার সাথে আছি এবং সর্বক্ষণ থাকি। কা'বা ঘরও তার সম্মুখে উপস্থিত আছে। আমার মোহাম্মদী ইসলাম শাহ দেওয়ানবাগী প্রচার করতেছেন। তার হজ্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। (আল্লাহ কোন পথে : পৃঃ ১৯৩)

৪ নং মতবাদ ঃ দেওয়ানবাগী এবং তার মুরীদদের মাহফিলে স্বয়ং আল্লাহ সমস্ত নবী, রাসূল (সা.), ফেরেশতা, দেওয়ানবাগী ও তার মুর্শিদ চন্দ্রপাড়ার মৃত আবুল ফজলসহ সমস্ত অলি-আওলিয়া এক বিশাল ময়দানে সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ানবাগীকে মোহাম্মাদী ইসলামের প্রচারক নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ সবাইকে নিয়ে এক মিছিল বের করেন। মোহাম্মাদী ইসলামের চারটি পতাকা চার জনের-যথাক্রমে আল্লাহ, রাসূল (সা.), দেওয়ানবাগী এবং তার পীরের হাতে ছিল। আল্লাহ, দেওয়ানবাগী ও তার পীর প্রথম সারিতে ছিলেন। বাকিরা সবাই পিছনের সারিতে। আল্লাহ নিজেই শ্লোগান দিয়েছিলেন- 'মোহাম্মাদী ইসলামের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো'। (সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকা ১২/০৩/১৯৯৯ইং)

প্রিয় সচেতন পাঠক! কি চমৎকার দাবী। সাবাস। এ ধরণের লোকেরই তো দরকার। অবাক! এই সম্রাট বাংলাদেশে জন্মালো কিভাবে। আমেরিকা, বৃটেন বা কোন খৃস্টানী দেশে গেলে তো 'মহান সংস্কারক ও ইসলাম ধর্মের পূনর্জীবনদানকারী' খেতাব টা সার্থক হতো। কা'বা ঘর ও নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যার কাছে সর্বক্ষণ উপস্থিত

থাকেন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞানে-গুণে, শানে-মানে রাসূলের চাইতে একটু বড় হবেন। না হয় তার কাছে আসবেন কেন। নবী (সা.) মদিনায় দশ বছর ছিলেন। কা'বা ঘর তো কোন দিন মদিনায় যায়নি। বরং নবী (সা.) চার-পাঁচ বার মক্কায় এসেছেন, হজ্ব-ওমরা পালন করেছেন। হজ্ব তো মাফ হয়নি। সূফী সম্রাটের জন্য মাফ হলো কিভাবে? এখন তো আশঙ্কা হচ্ছে, এই সূফী সম্রাট যেভাবে নবী-রাসূলকে ডিংগিয়ে চলছে, না জানি কোন সময় সম্মানিত ফেরেশতা কেও ছাড়িয়ে যায়।

সে হজ্ব করতে যাবে কেন? হজ্ব তো ভাগ্যের কথা। যে কোন খন্নাসের হজ্ব নসিব হয় না। আটরশি পীরের তো হজ্ব নসিব হয়নি। নসিব হয়েছে কতিপয়– গরু। এই বাবারও নসিবে কী আছে, কে জানে।

* **জমিন খেতে দলিল লাগে**, দাবী করলে প্রমাণ লাগে, শুধু মুখের কথায় চিড়া ভেজে না। শাশ্বত ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি ও অকাট্য দলিল-প্রমাণ হলো দু'টি। (১) কোরআন ও (২) হাদীস।

মনে রাখবেন, সূফী সম্রাটের দলিলও কিন্তু দু'টি। ১. সূফী সাধকের 'সাধনালব্ধ জ্ঞান', ২.– স্বপ্ন।

ইহুদী-নাছারারা গাল ভরা দাবী করেছিল, وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه, 'আমরা আল্লাহর বেটা, আমরা মাহবুবে খোদা ও পরম বন্ধু। (আমাদের কোন সাজা-শাস্তি হবে না) (সূরায়ে মায়েদা–১৮) কিন্তু আল্লাহ পাক বললেন, غير المغضوب عليهم ولا الضالين **মর্মার্থ ইহুদীদের** ওপর আমার গজব, লা'নৎ। এরা অভিশপ্ত, আর খৃস্টানরা ভ্রষ্ট ও ভণ্ড। ইহুদী-নাছারাদের এই দাবী-দাওয়া নিছক মিথ্যা-বানোওয়াট। আর বালখিল্যতা বৈ কিছুই নয়।

দেওয়ানবাগীর মাহফিলে নবী-রাসূল সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এক বিশাল মিছিল বের করেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই শ্লোগান দিলেন- 'মোহাম্মাদী ইসলামের আলো-ঘরে ঘরে জ্বালো'।

* **এখন জনমনে প্রশ্ন**, আল্লাহ্ তা'আলা দেওয়ানবাগীর মাহফিলে আসলো, বায়তুল মোকররম মসজিদ বা চন্দ্রপাড়া বাবার দরবারে নামলো না কেন? তিনি তো এই বাবারও বাবা।

* **'আল্লাহ ও দেওয়ানবাগী ছিল** প্রথম সারিতে আর বাকিরা সবাই পিছনের সারিতে'। রাসূলকে পিছনে ফেলে দিয়ে এহেন বেয়াদবি করলেন কেন এই সূফী সম্রাট?

* **'সর্বসম্মতিক্রমে'** একথাটার অর্থ কি? এটা কি কোন সমিতির মিটিং না– নির্বাচনের ভোটা ভোটি? আল্লাহ্ চাইলে ধর্ম প্রচারক নির্বাচন করবেন, এখানে অন্যদের সম্মতি নিতে হবে কেন? 'ডাল-মে কুচ কালা মালুম হোতা হ্যায়'।

* সে ধর্ম প্রচার করবে কোথায়-কিভাবে। সেতো মেয়ে লোকের বউয়ের মত ঘরে বসে থাকে। গণ্ডির বাইরে যায় না ভূতের ভয়ে। ধর্ম প্রচারক – না প্রতারক– আল্লাহই জানেন।

* **এসব অর্বাচিন** প্রলাপের কোন দলিল-প্রমাণ আছে কি?

উ: হ্যাঁ! হ্যাঁ! অবশ্যই। দু'রকম দলিল আছে।[১]সূফীসাধকের সাধনালব্ধ জ্ঞান [২]আর স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন– মুরীদে–র স্বপ্ন। লাহাওলা...

৫নং মতবাদ ঃ সূর্য্যদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়া যাবে। সুবহে সাদেক অর্থ প্রভাতকাল। হুজুরেরা ঘুমানোর জন্য তাড়াতাড়ি আযান দেয়। আপনি কিন্তু খাবার বন্ধ করবেন না। আযান দিয়েছে নামাযের জন্য। খাবার বন্ধের জন্য নয়। (সূত্র : মাসিক আত্মার বাণী সংখ্যা-নভেম্বর ৯৯ইং)

* বাহ্! ভেরী ফাইন। মহান সংস্কারকের দারুণ সংস্করণ। 'সূর্যদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়া যাবে'। অবিলম্বে হয়তো ২য় সংস্করণ মার্কেটে আসবে যে 'সকাল ৮টা পর্যন্ত খাওয়া যাবে'। বেশ্। আহ্ সূফী সম্রাট আরো আগে আবির্ভূত হলেন না কেন? তাহলে আমাদের রোযা রাখতে অত কষ্ট হতো না।

আমরা তো জানি আল্লাহ পাক বলেছেন, كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر। অর্থাৎ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালো রেখা হতে শুভ্র রেখা প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ সুবহে সাদেক পর্যন্ত। (সূরা বাকারা–১৮৭) এটা কোরআনের স্পষ্ট হুকুম। এখানে সংস্করণের কোন সুযোগ নাই। এটা কি আত্মার বাণী– না কোন প্রেতাত্মার বাণী? আল্লাহই ভালো জানেন।

এক লোক মক্কায় গেল। কেউ তাকে চিনে না। সে বুদ্ধি আঁটলো। এমন একটা কাজ করতে হবে, যাতে নাম ছড়িয়ে পড়ে। একদা জমজম কুঁপে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। শুরু হলো-কিল, ঘুসি, ধাক্কা, থাপ্পর, হাতকড়া, নাকানী-চুবানী, গল্লি গল্লি ঘুরানী। লোকজন অঙ্গুলী প্রদর্শন করে বলতে লাগলো– এই বেয়াদব, এই বদমাশ। সে কিন্তু বেজায়

খুশী। খুশী এ জন্য যে, এতো দিন তো কেউ চেনে না, আজ তো মা–শা–আল্লাহ অনেকেই আঙ্গলী প্রদর্শন করে বলতেছে এই ....।

* **সূর্যোদয় পর্যন্ত** সেহরী খাওয়ার ফতোয়াবাজী সরাসরি কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ। কোরআন বিকৃতি। ঈমান বিধ্বংসী এনজিও চক্রান্ত। এতে সূফী সম্রাটের সূফিগিরী-ই প্রশ্নবিদ্ধ। কেয়ামতের সকাল বেলা পর্যন্তও উহা প্রমাণ করতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ। সরকার জানতে পারলে সূফী সম্রাটেরও ঐ দশা ঘটিয়ে ছাড়বে, ইনশাআল্লাহ।

৬ নং মতবাদ ঃ হযরত রাসূল (সা.) গায়েবের সংবাদদাতা ছিলেন বলেই তিনি সুদূর অতিত সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে কেয়ামত কবে ও কিভাবে হবে ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন'। (পৃঃ উনসত্তর, আল্লাহকে সত্যি কি দেখা যায় না)

বাবে রহমতে অস্ত্র রহমত

দেওয়ানবাগীর আস্তানা থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

... ঃ গতকাল বন্দর থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল দেওয়ানবাগীর আস্তানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার এবং ৪২ জন ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে ২৬/১২/৯৯ ইং ইনকিলাব

৭ নং মতবাদ ঃ আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক মিলাদকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করতো। ফলে এদেশে মিলাদের প্রচলন বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শাহ দেওয়ানবাগী–পবিত্র কোরআন-হাদীস দিয়ে মিলাদ পড়া যে ফরয, তা প্রমাণ করলেন। এমনকি মৃত্যুর পর মুর্দাকে কবরে দাফনের পূর্ব মুহূর্তে একটু মিলাদ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন।'

(পৃ: ৬৫ ও ৭০, আল্লাহ কে সত্যিই কি দেখা যায় না)

* **সচেতন পাঠকবৃন্দ!** 'কেয়ামত কবে ও কিভাবে হবে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন', 'মিলাদ পড়া যে ফরয তাও প্রমাণ করেছেন'।

* **এবার কোরআন-হাদীসের আলোচনা শুনুন!** মেশকাত শরীফের প্রথম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জিবরাঈল (আ:) একদিন প্রশ্ন করলেন متى الساعة কেয়ামত কবে হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন নবী (সা.) কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বললেন ان الله عنده علم الساعة الخ 'কেয়ামত কবে ও কিভাবে হবে কেবল আল্লাহই জানেন'। আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে কিছু আলামতে কেয়ামত বর্ণনা করা যায়। যেমন- ১. বদির ছেলে বাদশা হবে। ২. সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মাতাব্বরি করবে। ৩. হতদরিদ্র লোকেরা সুউচ্চ টাওয়ার নির্মাণ করবে। ৪. অযোগ্যের হাতে নেতৃত্ব যাবে। ৫. বে এলেম, জাহেলরা ফতোয়া দিবে। যেমন, দেওয়ানবাগী।

* **এখন জনমনে প্রশ্ন :-** মালীক বলে 'তার গাভী চির বাঞ্জা' আর দালাল বলে– বছর বিয়াইন্না' কোনটা ঠিক? খোদ নবী (আ:) যেখানে বললেন, কেয়ামত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না– সেখানে দেওয়ানবাগী উল্টো দালালী করে বসলেন (কেয়ামত কবে ও কিভাবে হবে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন)। কি আশ্চর্য। দালালির জোর কত?

যেই লোক কোরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ, গণ্ড মুর্খ। স্রেফ নামকা ওয়াস্তে সূফী সম্রাট সে কোরআন-হাদীস দিয়ে "মিলাদ পড়া যে ফরয তা প্রমাণ করেছেন'। হা.. হা.. হা..., কি আশ্চর্য। বে এলেম জাহেলের ফতোয়া বাজি, আসলেই আলামতে কেয়ামত, এটাই ঠিক। ঘটা করে তো বলে দিলেন 'ফরয' ফরয কইলে যে কি হয়, তা কি তিনি বুঝেন? দেড় হাজার বছর পর্যন্ত যা কেউ বলেনি, সূফী সম্রাট তা টের পেয়ে গেলেন। নাউযুবিল্লাহ ....। নামাজ-রোজা তো জানে না। জানে শুধু মিলাদ– ইয়া-নাবী সালামালাইকা .....। জানলে তো 'সূর্যোদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়া যাবে' ফতোয়া ছাড়তেন না।

সচেতন পাঠকবৃন্দ!! হযরত রাসূল কারীম (সা.) এর জমানায়, আসহাবের জমানায় এবং চার ইমামের জমানায় কোথাও এই প্রচলিত কিয়াম-মিলাদ ছিল ছাবেত (প্রমাণ) নেই। আবু সাঈদ মুজাফফরুদ্দিন কোকুরী বিন ইরবেল মোসেলী ইরাকী (মৃত্যু ৬৩০ হিজরী)। সেই সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী সালে ওমর বিন মোল্লা মুহাম্মদের দ্বারা এক মাহফিলে মিলাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। তখন কেয়াম ছিলো না। আর যিনি মিলাদের সপক্ষে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তার নাম ওমর বিন আবুল খাত্তাব হাসান বিন দেহইয়া কলবী উন্দুলুসী (মৃত্যু সন ৬৩৩ হিজরী)। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালাণী বলেন-

قال ابن الحجر عسقلاني انه كثير الوقيع في الائمه خبيث اللسان احمق شديد الكبر قليل النظر في امور الدين متهاونا —

অর্থাৎ সে ছিল আলেম বিদ্বেষী, কটুভাষী, আহাম্মক, চরম অহংকারী, অদূরদর্শী, ধর্মীয় অনুশাসন অবজ্ঞাকারী। (পৃ: ২৯৪ খন্ড-৪, লেছানুল মিযান)

অতঃপর ৭৫১ হিজরী সালে তকী উদ্দিন সুবকী নামক এক বুজুর্গ নবী কারীম (সা.) এর শানে কাছিদা শুনে বে-খুদী হালতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যান। তাও তার জীবনে একবার। (মৃত্যু সন ৭৫২ হিজরী) এই একবারও আবার মিলাদের মাহফিলে নয়। তদুপরী উভয় বুজুর্গ ছিলেন শা'ফেয়ী মাযহাবী। কেউ-ই হানাফী নন। পরবর্তী জামানায় কে বা কারা দেড়শ বছর আগের মিলাদ এবং তকি উদ্দিন সুবকীর কেয়ামকে সংযুক্ত করে জগা-খিচুরী বানিয়ে সমাজে চালু দিলেন, তারও কোন সঠিক ইতিহাস নেই। আশ্চর্য ব্যাপার- এদেশের হানাফী লোকেরা কিভাবে উহার অনুসরণ করছে?

(**সূত্র** :- আনওয়ারে ছাতেয়া ১৬০, বারাহীনে কাতেয়া ১৭০, তারিখে মিলাদ ১২-২১, আল মেনহাজুল ওয়াজেহ ১৫৪, আস সিরাতুন নাবাবিয়াহ ৪৬, আস সিরাতুল হালবিয়াহ, ৮৪, দুয়ালুল ইসলাম ২য় খন্ড ১০৩) * মাজমুয়া ফতোয়া কিতাবুল হজর অল এবাহাত।)

* جو كام تفسير، حديث، فقه، اصول فقه، عقائد، تصوف، كهين سى منقول نه هو تو اسكى مكروه هونيكى دليل وهى اسكا غير منقول هونا هى —

'মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী রহ. বলেন, কুরআন-হাদীস থেকে কোন জিনিস (প্রচলিত কেয়াম-মিলাদ) প্রমাণিত না হওয়াই তা মাকরুহ হওয়ার বড় প্রমাণ। (পৃ: ১৫৫ যখিরা কেরামত, কিতাবুল ইস্তেকামাত)

* হেদায়া প্রথম খন্ড 'কিতাবুল ঈদে' রয়েছে যে, ঈদের নামাজের পূর্বে কোন নফল নামাজ পড়া যাবে না। এজন্য যে, তা রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং প্রচলিত কেয়াম-মিলাদও প্রমাণিত নয় বিধায়– করা যাবে না।

৮ নং মতবাদ ঃ সূফী সম্রাট ১৯৮৯ ইং সালে অনুরূপ এক স্বপ্ন দেখেন। তার বর্ণনা : আমি দেখি ঢাকা এবং ফরিদপুরের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে এক বিশাল মনোরম বাগান ফুলে ফুলে সুশোভিত। ঐ বাগানে আমি একা হেঁটে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ বাগানের এক স্থানে একটি ময়লার স্তুপ আমার চোখে পড়লো। আমি দেখতে পেলাম,, ঐ ময়লার স্তুপের উপর বিবস্ত্র অবস্থায় হযরত রাসূল (সা.) এর প্রাণহীন দেহ মোবারক পড়ে আছে। তার মাথা মোবারক দক্ষিণ দিকে আর পা মোবারক উত্তর দিকে প্রসারিত । বাম পা মোবারক হাটুতে ভাঁজ হয়ে গাঁড়া অবস্থায় রয়েছে। হযরতকে এ অবস্থায় দেখে আমার ভীষণ কষ্ট লাগলো। আমি তাকে উদ্ধার করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলাম। সেখানে আমাকে সাহায্য করার মত আর কোন লোক পেলাম না। তখন আমি নিজেই হযরত রাসূল (সা.) কে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গিয়ে তার বাম পায়ের হাটুতে আমার ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। সাথে সাথেই হযরত (সা.) এর দেহ মোবারকে প্রাণ ফিরে এলো, তখন তিনি চোখ মেলে আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন– হে ধর্মের পূনর্জীবনদানকারী! ইতিপূর্বে আমার ধর্ম আরো পাঁচবার পূনর্জীবন লাভ করেছে। একথা বলে হযরত (সা.) উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে হেঁটে চলে আসলেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। (পৃ : ১১ ও ১২ রাসূলকি সত্যিই গরীব ছিলেন? জুন ১৯৯৯ ইং)

* **প্রিয় সুধী :-** মা–শা–আল্লাহ! যেমন লোক তেমন স্বপ্ন। যেমন সাধনা তেমন ফল। এবার প্রমাণ হবে আশেকে রাসূল– না ফাসেকে রাসূল। কু স্বপ্ন– না সু স্বপ্ন। এটা কি সূফী সম্রাটের বদকেসমতী– না রাসূলের। এতে কি সূফী খন্নাসের পজিশন একটু বাড়লো– নাকি কমলো। দেওয়ানবাগী সম্পর্কে যদি অনুরূপ একটা স্বপ্ন কোন মুরিদ দেখে বসেন, তাহলে কি হবে? দেওয়ানবাগীর কাছে স্বপ্ন ছাড়া আছেই বা কি।

النوم اخو الموت ঘুম মউতের ছোট ভাই। বেহুশ, অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। ভূত, প্রেৎ, কুত্তা-বিড়াল-যেমন লোক তেমন স্বপ্ন দেখতেই পারে।

পর্যন্ত কত মানুষকে পথহারা করলাম। আজ তোমাকে তোমার ইলম রক্ষা করেছে। ইলম না থাকলে ফেঁসে যেতে। হযরত জুনায়েদ বললেন, হতভাগা! ইলম নয়। ইলম তো তোরও ছিলো। আমাকে রক্ষা করেছে আমার আল্লাহ।

*** ঠিক, সূফী সম্রাট কী,** খোদা দেখলো? না কোন শয়তান?

*** খোদা দেখলো কীভাবে!** খোদা দেখলে কি সে আর মানুষ থাকে?

*** আমরা কোরআন**-হাদীসের অমর বাণী শুনব, না সূফী সাহেবের গাল-গল্প?

*** যে বিষয়ে** মূসা নবী পর্যন্ত ফেল, সে বিষয়ে তিনি মা–শা–আল্লাহ্ লেটার নিয়ে পাস। ফাশ .. ফাশ..। লা হাওলা ....

১০ নং মতবাদ ঃ আল্লাহ কোন পথে বইয়ের হুবহু ইবারত নিম্নে প্রদত্ত হল–

৭ আসমান ও ৭ জমিন কি? আল্লাহ ৭ আসমানের উপরে অবস্থান করেন এবং সেখানে বসেই তিনি সৃষ্টি জগত পরিচালনা করেন।

الم تروا كيف خلق الله سبع سموت طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

অর্থ ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন ৭ স্তরে সাজানো আকাশ আর সেখানে চন্দ্রকে আলো হিসেবে, সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন। (সূরা নূহ-১৬ আয়াত) হৃদপিণ্ড বা ক্বলব মানব দেহের কেন্দ্রবিন্দু। এ হৃদপিণ্ড থেকে উপরের দিকের অর্থাৎ উর্ধ্বলোকের বা আলমে আমরের স্তরসমূহকে আসমান এবং নীচের দিকের অর্থাৎ নিম্নলোক বা আলমে খালকের স্তরসমূহকে জমিন বলে গণ্য করা হয়। উপরে বর্ণিত সূরা নূহের আয়াতে চন্দ্র বলতে মানুষের নফস এবং সূর্য বলতে মানুষের রূহকে বুঝানো হয়েছে। (৮৮-৯০ পৃষ্ঠা দ্র : আল্লাহ কোন পথে)

১১ নং মতবাদ ঃ আল্লাহ প্রাপ্ত সাধকগণ বোরাকের এক অপূর্ব মিল মানব জীবনে খুঁজে পান। তাদের মতে বোরাক বলতে মানুষের জীবাত্মার শক্তি বা নফসকে বুঝায়। এ জীবাত্মা বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ায় চোখের পলকে হাজার মাইল দূর গমণে সক্ষম। তারা জীবাত্মাকে যুবতী নারীরূপে এবং পরমাত্মাকে সুশ্রী পুরুষ রূপে দেখে থাকেন। (পৃ: ১৫২-১৫৩, আল্লাহ কোন পথে) এবং সুফী সাধকগণ তাদের সাধনালব্ধ থেকে মানুষের নফসকে নারীরূপে এবং রূহকে পুরুষরূপে তারা দেখে থাকেন। (পৃ: ৯৫ আল্লাহ কোন পথে)

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! হুবহু দেওয়ানবাগীর বই থেকে ১০ নং ও ১১ নং মতবাদ উপরে উল্লেখ করা হল। তিনি একবার চন্দ্রকে নফস বলেছে, ২য় বার বোরাককে নফস বলেছে। ৩য়' বার নফসকে তার মোরাকাবায় যুবতী নারীরূপে দেখতে পেয়েছে। আবার নফসীর মক্কামে উঠে গেলে ইবাদত লাগে না বলে মন্তব্য করেছে। আসল ব্যাপারটা কী? দেওয়ানবাগী নফ্সটা নিয়ে মনে হয় দারুন বেকায়দায় পড়ে গেছে। সত্যি বলতে কি অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আসলে ঐ দেওয়ানবাগীর নফ্সটা-ই খারাপ হয়ে গেছে। 'আল্লাহ কোন পথে' বইখানা দেখলে মনে প্রশ্ন জেগে উঠে মূলত : দেওয়ানবাগী কোন পথে? আল্লাহর পথে না ইবলিসের পথে?

১২ নং মতবাদ ঃ দেওয়ানবাগীদের মাসিক আত্মার বাণী ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩ নং পৃঃ লিখেছে, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে দেখেছে আসলে সে আল্লাহকে দেখেছে। অর্থাৎ রাসূল-ই আল্লাহ। রাসূল (সা.) কে দেখি নাই, চিনি না, কেমনে রাসূলকে বিশ্বাস করি? মানুষের মুখে শুনে বিশ্বাস করতে হবে? রাসূলকে না দেখে বিশ্বাস করলাম না, এতে আমার কি শাস্তি হবে?

১৩ নং মতবাদ ঃ মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ২১ নং পৃঃ লিখেছে- এখন বুঝা প্রয়োজন জিব্রাইল কে? এই সম্বন্ধে বহুজনের বহু মত। সুলতানিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ইমাম হযরত শাহ চন্দ্রপুরী বলেন, 'জিব্রাইল বলতে অন্য কেউ নন। হাকিকতে স্বয়ং আল্লাহ-ই। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর মিলনে যে ভাবের উদয় হয় এবং যা পবিত্র জবানীতে প্রতিধ্বনিত হয় তাই ওহী বা প্রত্যাদেশ বলে উল্লেখ করা হয়। তাসাউফ বিশারদগণ উল্লেখ করেন যে, ৪ জন ফেরেশতা মানুষের মাঝে বিদ্যমান। যেমন- জবানে জিব্রাইল চক্ষুতে মিকাইল, নাকে ইস্রাফিল, কানে আজরাইল। তাদের মতে জবানে যা বাহির হয় তা ওহী আর যে জবান দ্বারা বাহির হয় ঐ জবানটা হল জিব্রাইল। আল্লাহ সবাইকে হকিকত বুঝার ক্ষমতা দান করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করার দাবি রাখে এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআন বলেছে-

ليس كمثله شئ আল্লাহর কোন সাদৃশ্য নেই। আকার আকৃতি নেই।

الله خالق كل شئ وهو على كل شئ قدير অর্থাৎ তিনিই সবার খালেক ও স্রষ্টা।

আর সুফী সম্রাট খোদাকে একবার রাসূল, আরেকবার স্বয়ং জিব্রাইল বানালেন। রাসূল-ই আল্লাহ বা জিব্রাইলই স্বয়ং আল্লাহ ইত্যাদি ইত্যাদি কত মারাত্মক ও জঘন্য উক্তি যা, তাসলীমা নাসরীন ও আহমদ শরীফ মুর্তাদদেরকেও হার মানায়।

* **কোন তৌহিদী** জনতা কি উহা বরদাস্ত করতে পারে? ঈমানের নূরে স্পন্দিত টাটকা রক্ত টগবগ করে উঠে। রক্তের পিংকিতে ঈমানী ঝলকানী মর্দে মুজাহিদ- এহেন ইয়াজিদী চক্রের টুটি চেপে ধরে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর। মদের বোতলে দুধের লেবেল। রাসূলকে না দেখে বিশ্বাস করতে পারছে না দেওয়ানবাগী অথচ তারই নাম দেয়ালে দেয়ালে প্রচার করছে বিশ্ব আশেকে রাসূল। কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী তারই নাম হচ্ছে আত্মার বাণী। এটা আত্মার বাণী? না কোন প্রেতাত্মার বাণী? আল্লাহ-ই বেহতের জানেন। সবার জানা কথা লাওহে মাহফুজ থেকে ওহী বা ঐশী বাণী বহণকারী হচ্ছেন জিব্রাইল আর রূহ কবজকারীর নাম হচ্ছেন আজরাইল। আর সুফী সম্রাটের প্রলাপ হচ্ছে, জবানে জিব্রাইল আর কানে আজরাইল। হাঁ : হ্যাঁ, কানের মধ্যে যখন তার আজরাইল এসে গেছে, আশা করি তার রূহ কবজ করতে আর বেশি দেরী হবে না। আল্লাহুম্মা আমিন।

১৪ নং মতবাদ ঃ হাশরের ময়দানে মানুষ খাতনাবিহীন হবে বলতে সুফী সাধকগণ সদ্যজাত শিশুকেই বুঝিয়েছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, সুফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সংগে সংগেই প্রদান করা হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে উক্ত আত্মা উন্নতমানের বাহন বা নিম্নমানের বাহনে আরোহণ করে হাশরে একত্র হয়। (আল্লাহ কোনপথে পৃ: ৫৪)

আত্মার জন্য স্থুলদেহ বাহন স্বরূপ। বাহন ব্যতীত আত্মার উন্নতি কিংবা শাস্তি বা মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যুর ফলে আত্মা স্থানান্তরিত হয় এবং কর্ম অনুযায়ী রূপান্তরিত বাহন লাভ করে। কর্ম অনুযায়ী আত্মার এরূপ বিভিন্ন বাহনে আরোহন করে জীবন লাভ করাকে পুনরুত্থান বলে। এভাবে মানুষের পুনরুত্থান হবে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। (আল্লাহ কোন পথে পৃ: ৭৬)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! এবার সুফী সম্রাটের থলের বিড়ালটাই বেরিয়ে আসছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সুফী সম্রাট তার সাধনালব্ধে তিনটি জিনিস টের পেয়েছেন- ১. হাশর ময়দানে খাতনাবিহীন হওয়ার অর্থ

শিশুরা সদ্য জন্মগ্রহণ করা। ২. মানুষের হাশর এ পৃথিবীতে হয়ে থাকে। ৩. আত্মা কায়াবদল করে কর্ম অনুযায়ী। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, এর অর্থ হচ্ছে- ভাল কাজ করলে রাজা মহারাজা হয়ে আবার দুনিয়াতে আসে, আর মন্দ কাজ করলে কুকুর, শুকর হয়ে আসে। সাধনা লব্ধে দারুণ রেজাল্ট বের করেছেন সাধক সাহেব। যা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী ও সুস্পষ্ট কুফরী। যা কাউকে বিশ্লেষণ করে বুঝানোর অপেক্ষা রাখে না। বরং তাকেই জিজ্ঞেস করুন ঐ সুফী সাধক সে কে? কোন ইয়াহুদী চক্রনা কোন খ্রীষ্টানী এন.জি.ও। কোন মুসলিম সাধকতো এরূপ মতামত পোষণ করেননি কখনো। হিন্দুরা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর স্বর্গে বা নরকে চলে যাওয়ার আকিদা পোষণ করে। তার চেয়েও জঘন্য আকিদা পোষণ করলেন দেওয়ানবাগী সাহেব। কেননা তিনি কর্ম অনুযায়ী মানবআত্মা কায়া বদল করে বিভিন্ন দাহনে এ পৃথিবীতে পুনরুত্থান হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এটাকে আরবী ভাষায় تناسخ (তানাছুখ) বলে। যাহা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদের অবতারণা। এই আকিদা পোষণকারী নি:সন্দেহে বেঈমান ও কাফের। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগে উঠে যে রাজা আত্মা থেকে ডিমোশন, না কুত্তা আত্মা থেকে প্রমোশন হয়েছে তার। ছিঃ ছিঃ

لا يذوقون فيها الا الموتة الاولى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানুষ কেবল একবারই মৃত্যুবরণ করবে। আর সুফী সম্রাট বলেছে মরার কোন অন্ত নেই। মরতে থাকবে আর জন্মাতে থাকবে বারবার। নাউযুবিল্লাহ ......

واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت

কোরআন বলেছে– যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে অর্থাৎ কবর থেকে মৃতগণ বের হয়ে আসবে। তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে, সে কি আগে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى

আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আবার মাটি করে ফেলব। অত:পর মাটি থেকে পূণরুত্থান করব। আর সূফী সম্রাট বলেছে, মায়ের পেট থেকে পূণরুত্থান করা হয়ে থাকে। কি আশ্চর্য!!

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم اتي اهل البقيع فيحشرون معي الخ (صــ ٥٥٦ مشكوة عن الترمذي)

রাসূল কারীম (সা.) বলেছেন, মাটি ফেটে সর্বপ্রথম আমি উঠব। তারপর আবু বকর, তারপর ওমর। তারপর মদিনার গোরস্থান 'জান্নাতুল বাকীর' লোকজন আমার কাছে এসে জড়ো হবে। অত:পর আমি মক্কাবাসীদের অপেক্ষায় থাকবো। তারপর সম্মিলিতভাবে কেয়ামত দিবসে হাশর সংঘটিত হবে। আর দেওয়ানবাগী বলেছে- শিশুরা সদ্য জন্মগ্রহণ করার নামই হাশর। পাঠকবৃন্দ বিচার করুন! এহেন জঘন্য গণ্ড মূর্খ কোন মুসলমানের পীর, না কোন এন.জি.ও এর ঠিকাদার।

১৫ নং মতবাদ ঃ আল্লাহ প্রাপ্ত সুফী সাধকগণের মতে মানুষের নি:শ্বাস সংরক্ষণকারী সত্ত্বাকে ইস্রাফিল বলা হয়েছে। আর মৃত্যুর সময়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করাকে সিংগার ফুঁ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের শেষ নি:শ্বাস নাসিকা থেকে ত্যাগ করার ফলে দেহের যাবতীয় কর্ম থেমে যায় এবং তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যেহেতু দেহের জন্য নাসিকা সিংগা তুল্য সেহেতু এটার শেষ নি:শ্বাসকে সিংগার ফুঁ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস সংরক্ষণের কাজ যে সুক্ষ্ম শক্তি বা ফেরেশতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাকে ইস্রাফিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (আল্লাহ কোন পথে পৃ : ১০৯)

১৬ নং মতবাদ ঃ পবিত্র কোরআন-হাদীসের পাশাপাশি আল্লাহ প্রাপ্ত সাধকগণের যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে আমলনামা বলতে মানুষের সৎকর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অপকর্মের দ্বারা আত্মার অবনতিকে বুঝায়। (আল্লাহ কোনপথে পৃ: ১২৯)

আমার প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আল্লাহ প্রাপ্ত সুফী সাধকগণের সাধনা লব্ধে ইস্রাফিল, সিংগা ও আমলনামা সম্পর্কে প্রলাপ শুনলেন। আসুন! এবার আমরা সনাতন ধর্মের শাশ্বত কোরআনের বাণী শুনি। আল্লাহ বলেছেন-

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ــ

অর্থ ঃ সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে, সবাই বেহুশ হয়ে যাবে (অতঃপর মারা যাবে)। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, তারা তখন মারা যাবে না। যেমন আরশ বহণকারী ও মুকাররব ফেরেশতাগণ। অত:পর আবার সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে পাবে। (সুরা যুমার)

ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا ط اقراء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا —

আল্লাহ বলেন, কেয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমি যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাইল)

فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية واما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه

অর্থ ঃ যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে– লও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে 'হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো।

(সুরা আল হাক্কাহ)

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا

অর্থ ঃ 'যে দিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।' (সূরা নাবা)

* **প্রিয় পাঠকবৃন্দ!** সিংগা ও আমলনামা সম্পর্কে কোরআণের অমর বাণী উপরে উল্লেখ করা হলো। আর দেওয়ানবাগী বলেছে আমলনামা অর্থ আত্মার উন্নতি বা অবনতি। এটা মারাত্মক অপব্যাখ্যা। রাফেযী ফের্কার মত প্যাঁচ প্যাঁচ কথাবার্তা। জাহান্নামী ৭২ ফের্কার এক ফের্কার নাম রাফেযী ফের্কা। কোরআনে বর্ণিত আমলনামা অস্বীকারকারীর নাম সূফী সম্রাট। তার ঠিকানা জান্নাতে না জাহান্নামে, আল্লাহ-ই-বেহতর জানেন।

১৭ নং মতবাদ ঃ ইবলিসের অধীনে অনেক ফেরেশতা কাজ করতেছে। তাদেরকে বলতেছে, এই ফেরেশতা তুমি এই কাজ কর, তুমি এটা বানাও, তুমি ওটা বানাও, একে চোর বানাও, ওকে সাধু বানাও, ওকে ছোট্টা বানাও

ইত্যাদি। আত্মার বানী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ ২৫ এবং ৩৫ পৃঃ লিখেছে- আল্লাহর অখণ্ড মুখমণ্ডলের খণ্ড অভিব্যক্তি হলেন, পীর। আবার পীরকে খন্ড একটি অভিব্যক্তি বললেও ভুল হয়।

পাঠকবৃন্দ! এসব যে ফালতু কথাবার্তা পাঠকমাত্রই আশা করি বুঝতে সক্ষম। خدا نهى هين خدا سے جدا بهى هين খোদাও নয় খোদা থেকে পৃথকও নয়। হায়! হায়!! সে যেন খোদাই দাবী করতে চলছে। বেয়াদব, ফেরাউন। সরকার জানতে পারলে এ বেয়াদবের কানপট্টি গরম করে দেবে।

১৮ নং মতবাদ ঃ জান্নাতের বর্ণনা শাব্দিক অর্থের ভিতর সীমিত নয়। আসলে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা দারুণ বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করে, পুনরায় তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সে ব্যাকুল। এমনি অবস্থায় প্রভুর সাথে মিলনে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ সুখ। এ মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত লাভ।

(আল্লাহ কোন পথে পৃঃ ৩৯)

সচেতন পাঠকবৃন্দ! দেওয়ানবাগীর উল্লেখিত বক্তব্য প্রথমে শুনতে ভালই লাগে। মুর্খ সমাজের জন্য চমকপ্রদও বটে। আধুনিক যুগে আধুনিক ব্যাখ্যা দিলেন, 'মিলন আত্মার প্রশান্তির নাম জান্নাত'। সাবাস। কিন্তু ওলামা সমাজের নিকট সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী। কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মিলন আত্মার প্রশান্তির নাম জান্নাত নয়। বরং জান্নাত একটি বিশাল সৃষ্ট জগত। যেখানে রয়েছে কল্পনাতীত ভোগ বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনা। উপরন্তু প্রভুর দিদার ও দর্শণ লাভ। আর সেই-ই হবে মানব আত্মার সর্বাপেক্ষা তৃপ্তি ও প্রশান্তি।

কোরআন বলেছে,

اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا

'যখন তুমি সে দিকে দৃষ্টিপাত করবে, দেখতে পাবে আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য বিদ্যমান। ملكا كبيرا 'মুলকান কাবীরা' অর্থ বিশাল রাজ্য। দেওয়ানবাগী এটা দেখল না কেন? মনে হয় তার চোখ কানা, না হয় তার অন্তরে বক্রতা। হাদীস পাকে বর্ণিত হয়েছে-

لما خلق الله الجنة قال لجبرائيل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها والي ماعد الله لا هلها فيها ثم جاء فقال يارب وعزتك لايسمعها احد الادخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال ياجبرائيل اذهب فانظر اليها ثم جاء فقال اي رب وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد الخ

সার সংক্ষেপ : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্টি করে জিব্রাইল (আ:)- কে পাঠালেন তা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য। রিপোর্ট দিলেন, হে প্রভু, জান্নাত এতই চমৎকার যে সকলেই তথায় যেতে চাইবে আর জাহান্নাম এতই অসুন্দর যে সকলেই তথায় যেতে চাইবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে কষ্টসাধ্য ও অসুন্দরের গেলাফে এবং জাহান্নামকে চাকচিক্যের গেলাফে আবৃত করলেন। এবার এসে ব্যতিক্রম রিপোর্ট দিলেন জিব্রাইল (আ:)। (মেশকাত শরীফ পৃ: ৫০৫)

১৯ নং মতবাদ ঃ গন্ধমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন যে, আঞ্জির ফল বলতে সদ্য যৌবন প্রাপ্তা নারীর বক্ষ যুগলকে বুঝানো হয়েছে এবং গন্ধম বা গমের আকৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা নারীদের গোপন অঙ্গকে বুঝিয়েছেন। আর আদম হাওয়া গন্ধম খাওয়া বলতে উভয়ের যৌন মিলনকেই বুঝিয়েছেন। এই নবীন তাফসীর কারকগণ নিষিদ্ধ গাছের ফল অর্থ হযরত হাওয়া বিবির বিকাশোন্মুখ যৌবন চিহ্ন বলে প্রকাশ করেছেন। (আল্লাহ কোন পথে পৃ: ৯৭)

সচেতন পাঠকবৃন্দ ! গন্ধম খাওয়া সম্পর্কে স্বঘোষিত আল্লাহ প্রাপ্ত সুফী সাধকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও চিন্তা চেতনাটা যে কি ধরণের আশা করি বুঝতে কারো বাকী নেই। কেমন রুচিহীন খবীস খন্নাস হলে গন্ধম অর্থ হাওয়া বিবির যৌনাঙ্গ বলতে পারে, নিজেরাই বিচার করুন। অথচ কোরআন বলেছে–

وقلنا يا أدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منهارغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين —

আমি আদম (আ :) কে স্বস্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। কিন্তু (বিশেষ কোন গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল) এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। নিতান্ত

আশ্চর্যের বিষয়, কোরআনের এই স্পষ্ট আয়াত থাকতে এই দেওয়ানবাগী কিভাবে ঐ উক্তি করল। হায়, হায়, দেওয়ানবাগীর কি ধৃষ্টতা! নিষিদ্ধ গাছের অর্থ করল 'হাওয়া বিবির যৌবন চিহ্ন'। এত অপব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর শোনা যায়নি। এহেন ভণ্ড মুর্খ কুরুচি সম্পন্ন প্রতারকের বিরুদ্ধে আরো কিছু লিখতে আমাদের কলম লজ্জাবোধ করে। আপনারা দয়া করে এই কুখ্যাত ব্যক্তির লেখা, আল্লাহ কোন পথে, শান্তি কোন পথে, রাসূল কি সত্যিই গরীব ছিলেন? আত্মার বাণী ইত্যাদি পুস্তক সংগ্রহ করুন। দেখুন, কোর্টে মামলা ঠুকে দিন, বিভিন্ন জেলায় ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন। তাসলীমা নাসরীনের মত যেন পালিয়ে যেতে না পারে, সতর্ক থাকুন। আমি আল্লাহর হাওয়ালা করলাম। হে প্রভু, তোমার কুদরতের খেলা দেখাও, সরল প্রাণ মুসলমানের ঈমান রক্ষা কর।

আরো কিছু

দেওয়ানবাগের আস্তানা + খোদা দেখার কারখানা

- দেওয়ানবাগ পাক দরবার শরীফের পীর আম্মাজান সুফী সম্রাজ্ঞী হযরত সৈয়দা হামিদা বেগম (মাঃ আঃ) আল্লাহকে দাঁড়িবিহীন যুবকের আকৃতিতে দেখেছেন। তার জ্যেষ্ঠ কন্যা হযরত সৈয়দা তাহমিনা সুলতানাও আল্লাহকে গোফ-দাঁড়িবিহীন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন।

(আল্লাহ কোন পথে ১ম সংস্করণ ১৯৮৯ ইং পৃঃ ৩)

- কোন মহিলা স্বামী ব্যতীত সন্তান জন্ম দিলে তার পরিচয় হয় জারজ সন্তান, আর অলী-আল্লাহর সাহচর্য ব্যতীত কেউ যদি নিজেকে মোমেন দাবী করে, তবে বুঝতে হবে, সে ঈমানদার নয়, বেঈমান। (আল্লাহ কোন পথে ১ম সংস্করণ পৃঃ ৭৫)

- লা তাক্‌রাবা হাজিহী সাজারাতা- আয়াতে আল্লাহ هذه বলতে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেক মুফাস্‌সির এটাকে ফলদার বৃক্ষ বলেছেন। সুফীদের মতে ঐ ফলদার বৃক্ষই হলেন

হযরত হাওয়া (আ:)। কেননা তিনি ছিলেন নারী। আর নারীগণই ফলদার বৃক্ষের ন্যায় সন্তান প্রসব করে থাকে।

(আল্লাহ কোন পথে ১ম সংস্করণ : পৃ: ৫৪)

- উপর উল্লেখিত ৩ টি বিষয়ে আমরা বেশি কিছু বলতে চাই না। সম্রাটের ওয়াইফ ও তার বড় মেয়ে ঘুমের ঘরে দাঁড়িবিহীন যুবক দেখে আর সুফী সম্রাট মানুষের নফসকে যুবতী রূপে দেখে।

(আল্লাহ কোন পথে পৃ: ৯৫)

এ ...কী ... ব্যপার। সবাই দেখে, কেউ যুবক দেখে, কেউ যুবতী- দেখুক, আরো দেখুক .....।

هذه الشجرة হাজিহিস সাজারাতা এর অর্থ এখানে কোন মতেই হাওয়া বিবি হতে পারে না। فاعل ও مفعول এক হওয়ায় অর্থ বিগড়ে যায়। অর্থাৎ হে হাওয়া বিবি তুমি হাওয়া বিবির কাছে যেয়ো না। ছি: ছি: কি মূর্খতা, আদা ব্যাপারী জাহাজের খবর। এটা তার আরবী গ্রামারের অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।

এটা এত প্রকাশ্য ভুল যে আমাদের আরবী টু ক্লাশের ছাত্ররাও শুনা মাত্র ইংগিত করে বলে উঠবে, এ অর্থকারক নম্বর ওয়ান গর্দভ।

গজল

* সুলতানীয়া মিলাদ শরীফ ও গজল, পঞ্চম সংস্করণ রচনায় অধ্যাপক আ: মান্নান।

* দেওয়ানবাগীর নামে হও ভাই হায়রে দেওয়ানা
যার নামেতে দরুদ পড়েন ফেরেশতা আর রাব্বানা।
গাছে চিনল, মাছে চিনল, জিনেরা সালাম জানালো
বিপদকালে ডাকলে তারে দূরে বসে থাকে না
আমরা সবাই এক্কিন দিলে করি বাবার সাধনা। ঐ (নাউযুবিল্লাহ)

পাঠকবৃন্দ!! খাইয়া দাইয়া আর কাম নাই, দেওয়ানবাগীর উপর দরূদ পড়ে ফেরেশতা আর রব্বানায়। নাউযু বিল্লাহে মিন জালেক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টাকা

দলিল নং- ১৪০

পাঠকবৃন্দ ! দলিল কপির নিরিখে একটু দেখুন মুহাম্মাদী ইসলামের পুণজীবনদানকারীর কেরামতি। দেওয়ানবাগের জমি বেশ সস্তা হয়ে গেছে, মনে হয় সূফী সম্রাটের বরকতে দুই কাঠার দামে, পৌনে আট বিঘা।
আসল ব্যাপারটা হলো, তিনি ঐ জমিটা ৯৬ লক্ষ টাকায় খরিদ করে মাত্র ৭ লক্ষ টাকার দলিল করেছেন। তাহলে সরকারকে কত টাকা কর ফাঁকি দিলেন, সূফী সম্রাট হিসেব করে দেখুন। ৮৯ লক্ষ টাকার কর ফাঁকি বাজির নাম সুফী খান্নাস দেওয়ানবাগী, লাল আশেকে রাসূল।
আরামবাগের আস্তানার নাম, বাবে রহমত, আর অর্জেনাল দেওয়ানবাগের আস্তানার নাম দেয়া হল, 'বাবে জান্নাত' (বেহেশতের দরজা) বাহ! বাহ!! রহমত আর বেহেশত এখানেই সব................? হায়! হায়! এতো দেখি খোদার সঙ্গে ছল-চাতুরির সাথে সাথে দেশ ও সরকারের সাথেও ছল-চাতুরি করে আসছে। এরূপ চিটার, বাটপার, ধোঁকাবাজ, ক্রিমিনাল, খোদাদ্রোহি, রাসূলের শত্রু জঘন্য চরিত্রের ঘৃণিত লোক কি করে সূফী সম্রাট, আশেকে রাসূল বা কোন বিবেকবান মানুষের পীর হতে পারে, এটাই সবচেয়ে বিস্ময় আর আশ্চর্যের ব্যাপার। ছিঃ ছিঃ
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই সমস্ত জঘন্যতম ধর্মপ্রতারক থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

হালুয়া রুটি ও ফোর টুয়েন্টি

مرشدان نان حلوا آج پیدا ہو گئے
پھر نظر آتی نہیں امت کے کوئی خیر خواہ
کھا کے مرغی بن کے صوفی باغ دیواں میں بیٹھا
قوم ڈوبے ڈوبے دو خود تو کرتے ہیں مزہ
رہبران قوم اکثر چار سو اور بیس ہیں
مرشدان بے شرع سب چار سو اور بیس ہیں
نام دینی رکھ لیا ہے دین کے دشمن ہیں وہ
شرک اور بدعت کے خوگر چار سو اور بیس ہیں
دین سے رغبت نہیں ہے اور بنے ہیں دیندار
جیسے بے خوشبو کا عنبر چار سو اور بیس ہیں

پیر دنیا کا مرید ہو نسبت بغداد ہے
سال بھر میں اک عبادت محفل میلاد ہے
عرسگاہ میں دیدیا اک بیل موٹا دیکھکر
پیر صاحب کا پیارا آخرت آباد ہے

شمشیر بکف ہو کے نکل آ سرے میداں
کفار کے لشکر کو بنا لقمہ شمشیر
پھر دین محمد کی حفاظت کیلئے اٹھ
پھر سینہ سپر ہو کے دکھا جذبہ شبیر
ای مرد مسلماں تجھے حیدر کی قسم ہے
دشمن ہو مقابل تو لگا نعرہ تکبیر
روز محشر امتوں سے جب کرے دعوی رسول
تم کہاں تھے جب تباہی آپڑی قرآن میں

সূফী সম্রাট এখন শুধু তামাশা

মুরিদরা হতাশ! হতাশ এই জন্য যে, তিনি একাই বিশ্ব আশেকে রাসূল। তিনি নিজে নিজেই সূফী সম্রাট। তার কাছে কা'বা ঘর চলে আসে। তার হজ্ব করতে হয় না। তিনি সাধনালব্ধে নফসকে যুবতীরূপে দেখতে পেয়েছেন। তার ওয়াইফ হামিদা বেগম আল্লাহকে যুবকের আকৃতিতে দেখেছেন। তার জৈষ্ঠ কন্যা তাহমিনা আল্লাহকে গোফ-দাঁড়ি বিহীন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন। তিনি জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহকে দেখেই ফেলেছেন। তিনি রাসূল (সা.) কে ঢাকা-ফরিদপুরের মাঝে ময়লা-আবর্জনার স্তুপের ওপর বিবস্ত্র (উলঙ্গ) লাশ অত্যন্ত করুণ অবস্থায় পরে থাকতে দেখেছেন। এস–ব তো উনার ব্যাপার-স্যাপার। তিনি হয়তো একসময় উড়ো দিয়ে ছেদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে যাবেন। তিনি হয়তো হজ্ব করতে যাবেন না। উনি হয়তো জান্নাতেও যাবেন না। কারণ–মতিঝিলেই তিনি তার খোদাকে দেখে ফেলেছেন। জান্নাতে গিয়ে

আর কি দেখবেন। কিন্তু আমরা যারা হজ্ব করতে চাই, জান্নাতে গিয়ে খোদার দিদার লাভ করতে চাই, আমাদের কি হবে? আমাদের উপায় কি? হায় হায়, হায় হায়।

সচেতন পাঠকবৃন্দ! ধর্মের ঠিকাদার, এনজিও ক্রীড়নক ধর্মগুরুর আজগবী কর্ম-কাণ্ড এখন শুধুই তামাশা এবং আল্লাহ-রাসূল, কা'বা গৃহ, ওহী-জিবরাঈল, হাশর মাঠ ও জান্নাত ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ, সূফী সাধকের সাধনালব্ধের একমাত্র প্রয়াস। ভাবটা এমন যেন সে বলতে চায় তোমরা আল্লাহ-খোদার এতো ডর-ভয় দেখাইয়ো না। আল্লাহকে আমার বেগম সাহেব দেখেছে, আমার বড় মেয়ে দেখেছে, আমি নিজেও ক'বার দেখেছি। সে আমার বাবে রহমতে আসা-যাওয়া করে। গঠনপ্রণালীতে ছোট-খাটো, বয়সও কম, গোফ-দাঁড়ি এখনো গজায় নি। তবে বেগম সাহেব বলেছেন, সুন্দর, সুদর্শন, সুপুরুষ যুবক। বাহ... বাহ...

* **রাসূলের কথা বলাই বাহুল্য!** রাসূলকে দেখি নাই, চেনি না, কেমনে রাসূলকে বিশ্বাস করি? মানুষের মুখে শুনে বিশ্বাস করতে হবে? রাসূলকে না দেখে বিশ্বাস করলাম না– এতে আমার কি শাস্তিটা হবে। এবং তাঁকে তো ময়লার স্তূপে বিবস্ত্র করুণ অবস্থায় পরে থাকতে দেখেছি (নাউযুবিল্লাহ)।

* ইব্রাহিমের (আ:) নির্মিত কা'বা ঘর– ওটা তো সর্বক্ষণ আমার সামনে উপস্থিত আছে। মক্কা-মদিনায় যাবো আমি কোন দু:খে।

* ওহী ও জিবরাঈল :- এ স–ব আবার কী? ওহী মানে কথা, জিবরাঈল মানে বাহক। প্রত্যেক মানুষ যে কথা বলে তা হলো ওহী। আর যে জিহ্বা দ্বারা কথা বলে তা হলো জিবরাঈল (লা হাওলা ..)।

* হাশর মাঠ আর জান্নাত : আমার ভক্ত-মুরীদ বাবারা ভালভাবে বুঝে নিয়ো, হাশর আর জান্নাত এ পৃথিবীতেই হয়ে থাকে। মৌলভীদের কথামতে মরণের অপেক্ষা করতে হবে কেন? হাশর মাঠে মানুষ খাৎনা বিহীন হবে, বলতে সূফী-সাধকগণ সদ্যজাত শিশুকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, সদ্যজাত শিশুরা খৎনা বিহীন হয়ে থাকে। এটারই নাম হাশর মাঠ এবং মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

* জান্নাত মানে প্রভূর সাথে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় তা–ই শ্রেষ্ট সুখ। এ মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত লাভ (নাউযুবিল্লাহ)।

(আল্লাহ কোন পথে পৃ: ৩৯) আদম-হাওয়ার কথাতো একটু আগেই বললাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।
মোটকথা ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে সে ঠান্ডা মাথায় ব্যঙ্গবিদ্রোপ করে চলেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাইতুল মোকাররমের ফতোয়া পড়লে অনায়াসে বুঝতে পারবেন, সূফী সম্রাট জিনিসটা কী?

একই দিনে সারা বিশ্বে ঈদ

সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করার বিষয়টি খুবই জটিল। ভৌগোলিক জ্যোতির্বিদ জ্যামিতিক পন্ডিতগণের মতে সারা বিশ্বে একই দিনে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব, তাই আমরা বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পীরে নোমানী, হুজুর কেবলার শরনাপন্ন হই। নিম্নে তার যুক্তিপূর্ণ নূরানী বয়ানের কিয়দাংশ প্রদত্ত হলো। আশাকরি পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেছেন,
هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
অর্থ ঃ তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী বানিয়েছেন। আর এর জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন, যাতে করে চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।
(সুরা ইউনুস : ৫)
এতে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দুটি ঘড়ি সৃষ্টি করে আকাশে স্থাপন করেছেন। একটি দিনের জন্য, অপরটি রাতের জন্য। পন্ডিত-মূর্খ্য, গ্রামবাসী-শহরবাসী, মরুবাসী-পার্বত্য উপজাতি নির্বিশেষে সবার জন্য চন্দ্র মাসের হিসাব অতি সহজ ও সোজা। কেননা প্রথম তারিখ থেকে চন্দ্রের পরিবর্তন পরিবর্ধনে এক পূর্ণতা লাভ করে, আবার পূর্ণিমা থেকে ক্রমবসানে ২৬ তারিখে পূর্বাকাশে ১ম তারিখের মত ক্ষীণ হয়ে চন্দ্র একদিনের জন্য লুকিয়ে যায়। এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক হিসাব গণনা করা সহজতর। রমজানের রোজা, হজ্, ঈদ,শবেবরাত প্রভৃতি নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।
আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন, قل هى مواقيت للناس والحج 'বলুন! চাঁদ হলো মানুষের হজ্ব ও সময়ের নির্ধারক।' (সুরা বাকারা : ১৮৯)

হযরত নবী করিম (সাঃ) রোজা ও ঈদ সম্পর্কে বলেছেন, صوموا الرؤية وافطروا الرؤية "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো।" (বুখারী শরীফ)
কিন্তু সৌর হিসাব এর থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ এটার হিসাব জ্যোতির্বিদদের দুর্বিক্ষণ যন্ত্রসহ ভৌগলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার নিয়ম-পদ্ধতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।
আল্লাহ পাক সূর্যের অবস্থান নির্ধারণপুর্বক নামাজ পড়তে বলেছেন, اقم الصلوة لدلوك الشمس "সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় নামাজ পড়।" (সুরা ইসরা : ৭৮)
আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বা সৌদি আরবে চন্দ্রোদয় হলে তার উপর ভিত্তি করে সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা রাখা বা ঈদ উদযাপনের কথা বলা হয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে ঈদ, রোজা প্রভৃতিতে দিন-তারিখের ঐক্যবিধান মৌলিক বিষয় নয় । মৌলিক বিষয় হলো চাক্ষুষ চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া এবং তার উপর ভিত্তি করে ঈদ, রোজা ইত্যাদি পালন করা । সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার সিরিয়ায় শুক্রবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা গেল । সেমতে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ)সহ সকলে পরদিন শনিবার হতে রমজানের রোজা রাখতে লাগলেন। অতঃপর হযরত কুরাইব (রাঃ) মদীনায় আসলেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি চাঁদ কবে দেখেছো? তিনি বললেন, শুক্রবার দিবাগত রাতে আমি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি এবং আমীরে মুআবিয়াসহ আরো অনেকেই দেখেছেন। ফলে সকলেই শনিবার থেকে রোজা রাখা আরম্ভ করেছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা -মদীনাবাসীরা- তো শনিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ একদিন পরে চাঁদ দেখেছি। সুতরাং আমরা তো ঈদের চাঁদ না দেখে বা রোজা ত্রিশদিন পূর্ণ না করে ঈদ উদযাপন করবো না।
এখানে লক্ষনীয় যে, পবিত্র রমজানের পূর্ণ একটি মাসের মধ্যে সিরিয়া থেকে মদীনায় সংবাদ আদান প্রদান করে একই দিনে ঈদ উদযাপনের প্রয়োজনীয়তা সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) কেউই অনুভব করলেন না। অথচ এসব শহরে একই তারিখে রোজা ও ঈদ পালন করা সেই যুগেও

সম্ভব ছিল। তাছাড়া এ শহরদ্বয় একই চন্দ্ররেখার আওতায় ছিল। তবু সিরিয়া চাঁদ দেখায় মদীনায় রোজা রাখা হয় নি। তাই হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে ঐক্যবিধান ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়। পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ধর্মীয় উৎসব পালন করা যদি আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় থাকতো, তাহলে তিনি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করতেন না । রাত-দিনের পার্থক্য করতেন না। বিভিন্ন ঋতু সৃষ্টি করতেন না। বস্তুতঃ তিনি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নিকট দিন, রাত, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই । তাঁর কাছে সবই বর্তমান। শরীয়তের বিধান হলো যে, হুকুম কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত, তা কেবল শর্ত বিদ্যমান হলেই প্রজোয্য, নচেৎ নয়। যেমন হজ্ব ফরজ করা হয়েছে আর্থিক সামর্থের উপর। সুতরাং কখনো এরূপ হবেনা যে, কিছু লোকের আর্থিক সামর্থ থাকলেই সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে হজ্ব পালন করতে হবে। ঈদ ও রোজাকে ও চাঁদ দেখার উপর লটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্ব বাসির উপর রোজা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না । আল্লাহ পাক বলেছেন,

رب المشرقين والمغربين "তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।"

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন, فلا اقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون তিনি বহু উদয়াচলের প্রভু এবং বহু অস্তাচলের প্রভু ।

(সূরা মা'আরিজ : ৪০)

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্ত হয় বলেই আল্লাহ একথা বলেছেন । তাই স্বতঃসিদ্ধ কথা, সূর্য পূর্ব দিক থেকে আর চন্দ্র পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হয় । উভয়টিই ঘড়ি। উভয়টার উপরই শরীয়তের কিছু হুকুম-আহকাম নির্ভরশীল । সূর্য্য উদয়-অস্তের উপর নামাজ ও ইফতারের হুকুম, তেমনি চন্দ্র দেখার উপর ঈদ ও রমজান পালনের হুকুম । সূর্য্যের উপর নির্ভরশীল হুকুম-আহকামের বেলায় একই সময় রক্ষা করা যেমন অসম্ভব, তেমনি চাঁদের হুকুম-আহকামের বেলায়ও একই দিন-ক্ষণ রক্ষা করা অসম্ভব । এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে যে, সারা বিশ্বে কোন ক্রমেই একই দিনে চাঁদ দৃষ্টি গোচর হওয়া সম্ভব নয়। বরং সারা বিশ্বে অন্ততঃ এক দিনের পার্থক্য অবশ্যই থাকবে ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পূর্ব গোলার্ধে যখন পাঁচ তারিখ রবিবার থাকে, তখন পশ্চিম গোলার্ধে চার তারিখ শনিবার চলতে থাকে । পশ্চিম গোলার্ধে দক্ষিন আমেরিকার আর্জেন্টিনায় বা চিলিতে যদি শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, তখন আমাদের দেশে রবিবার অপরাহ্ন চলতে থাকে । কেননা তাদের সাথে আমাদের সময়ের পার্থক্য অন্তত তেইশ ঘন্টা ।

এসময়ে যদি শরিয়ত সম্মত মাধ্যমে চাঁদ দেখার খবর পাই, তাহলেও আমাদের লাভ নেই । কারণ বিকালে, না ঈদ করা যায়, না রোজা রাখা যায়। এমতাবস্থায় আমরা রোজা রাখবো কখন? এছাড়া তারা চাঁদ দেখবে আকাশে আর আমরা আজীবন চাঁদ তালাশ করবো রেডিও টিভি আর মোবাইলের ভিতরে । আর যে বছর তাদের রোজা হবে ৩০টা সে বছর আমাদের রোজা হবে ৩১টা। সুফি সম্রাটের কাছে এসব জটিলতার কোন জবাব আছে কি? সুতরাং সারা বিশ্বে একই দিন-ক্ষনে ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্টানাদী পালনের প্রশ্নই উঠেনা। বরং যে সব স্থানে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব, অর্থাৎ একই চন্দ্র রেখার আওতাভুক্ত সেসব আঞ্চলগুলোকে একটি বৃহৎ দেশ বা ইউনিট ধরে সে দেশের কোন অঞ্চলে চন্দ্রোদয় হলে সে দেশের সর্বত্র একই দিনে রোজা, ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্টান উদযাপন করতে হবে । এটাই হলো শরীয়ত সম্মত বিধান ।

ফতোয়া গ্রন্থে রয়েছে, পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা পূর্ব প্রান্তের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। এটা কুরআনও নয়, হাদিসও নয়। এটা অতি প্রাচীন ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত বটে। মুতাআখখেরীন ফোকাহায়ে কেরামের ঐক্যমত এটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। পূর্ব বা পশ্চিম বললে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী বিশ্বের শেষ প্রান্তই কেবল বুঝায় না। বরং এক এলাকা বা এক অঞ্চলের পূর্ব-পশ্চিমও বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, "পেশাব-পায়খানার সময় পূর্ব-পশ্চিম দিকে তোমরা মুখ ফেরাবে না" এ নির্দেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নয় বরং বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : বাদায়েউস সানায়ে : ২য় খন্ড, পৃ: ৮৩; তাহতাবি : পৃ: ৫৩৯; ফাতহুল মুলহীম : ৩য় খন্ড, পৃ: ৩১৩; মাআরিফুল সুনান : ৬ষ্ট খন্ড, পৃ: ৩১; তাবয়ীনুল হাকায়েক : ১ম খন্ড, পৃ: ৩২১ ।)

এখন জনমনে প্রশ্ন ঃ স্বঘোষিত সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগী একই দিনে সারা বিশ্বে ঈদ রোজা কুরবানী ইত্যাদি পালনের প্রস্তাব দিলেন কোন তাবিজের

বলে। উত্তর ঃ "আল্লাহকে সত্যিই কি দেখা যায় না" বইয়ের ৬৬ পৃষ্টায় হাস্যকর সুফি সম্রাট দুটি দলীল উদ্বৃত করেছেন ।

১. এরশাদ হয়েছে - তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে শক্ত করে ধরো ।

২. সকল মুসলমান ভাই ভাই ।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, কুরআর ও হাদিস কি বলেছে, আর সুফি খন্নাস কি বুজেছে ।

সকল মুফাসসিরেনে কেরাম বলেছেন, আল্লাহর রুজ্জু মানে কুরআন তথা ইসলাম অর্থাৎ তোমরা কুরআনের বাইরে কিছু করো না। তথা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করো না। আর সুফি সম্রাট বলেছে তোমরা ঈদের রুজ্জুকে শক্ত করে ধরো। একই দিনে ঈদ পালন করো। কোথায় আয়াতে কোরআন আর কোথায় তার উদ্ভট উক্তি । সে যে কুরআন হাদিস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, জ্ঞানহীন তারই বহিঃপ্রকাশ যেন ঘটলো । মোট কথা কুরআনের কোথাও তার দাবীর স্বপক্ষে কিছুই উল্লেখ নেই ।

কথিত আছে যে, এক ভন্ড পীর প্রচলিত কেয়াম মিলাদ করছিল এবং ফরজ বলছিল। তার কাছে যখন দলিল প্রমান চাওয়া হলো তখন সে চট করে বলে উঠলো- জ্বী হ্যাঁ, এরশাদ হয়েছে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এবং হাদিসে বর্নিত হয়েছে বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ। এই হলো কিয়াম ও মিলাদের স্বপক্ষে তার প্রমানাদি। কথিত আছে যে, এক মুর্খ্য বক্তা শাহাদাতে কারবালার ঘটনা উদ্বৃত করে ওয়াজ করছিল। আর মাঝে মাঝে কুল হুআল্লাহ সুরা পড়ছিল। জনৈক শ্রোতা উঠে বললো কুলহুআল্লাহ পড়ছেন কেন? কারবালার সাথে কুলহুআল্লাহর কি সম্পর্ক?

বক্তা সাহেব চট করে বলে উঠলেন জ্বী হ্যাঁ, ওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআন হাদীস বলতে হয়, শ্রোতাদের মন জয়ের জন্য। নচেৎ মনে করবে আমি ব কলম, বে এলেম। দেওয়ানবাগী সুফীসম্রাটের অবস্থাও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে। আল্লাহ পাক দেশ ও জাতিকে এহেন খন্নাসী খপ্পর থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সমাপ্ত

প্রতিবাদের ঝড়

- অসংখ্য দেয়ালের বিশ্ব লাল আশেকে রাসূল সম্মেলনের উপর নারায়ণগঞ্জ আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ৩০/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে।
- ঈমান আকিদা সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় প্রেসক্লাবে ১/১২/১৯৯৯ ইং তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের প্রতি নিম্নে বর্ণিত দাবিসমূহ জানানো হয়।
- মতলববাজ ভন্ডপীর দেওয়ানবাগীকে গ্রেফতার করুন।
- দেওয়ানবাগীর বই-পুস্তক ও অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করুন এবং তথাকথিত দরবার শরীফ বন্ধ করুন।
- ৩ রা ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং হাজার হাজার স্থানীয় তৌহিদী জনতার প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে এতসব ঢাক-ঢোল পিটানো বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলনটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি এবং জনতার ঢলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি প্রায় অর্ধদিবস অবরোধ হয়ে থাকে।
- ঈমান আকিদা সংরক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যান আমীরে শরীয়ত মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ (বড় সাহেবজাদা হাফেজ্জী হুজুর রহ.) এর আহ্বানে ৮/১২/১৯৯৯ ইং ঐতিহাসিক পল্টন মোড়ে দলমত নির্বিশেষে তৌহিদী জনতার এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ প্রায় সকল মাদরাসার মুফতিয়ানে কেরাম, ওলামায়ে এযাম সম্মিলিতভাবে ফতোয়া প্রদান করেন যে, দেওয়ানবাগী শরীয়ত পরিপন্থী ও ভণ্ড।
- প্রধান অতিথির ভাষণে চরমোনাইর পীর সৈয়দ ফজলুল করীম সাহেব বলেন যে, মদীনার ইসলামের সাথে ভণ্ড দেওয়ানবাগীর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময় মুহুর্মুহু শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিল- ভণ্ড দেওয়ানবাগীর আস্তানা, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও। দেওয়ানবাগীর দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে। দেওয়ানবাগীর চামড়া, তুলে নেব আমরা। এ্যাকশন এ্যাকশন, ডাইরেক্ট এ্যাকশন। ঈমানদারের এ্যাকশন, ডাইরেক্ট এ্যাকশন।
- সভার সভাপতি শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ বলেন যে, স্রেফ দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে নয় বরং সকল বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন। সভায় দশ দফা প্রস্তাবাবলীর এক পর্যায়ে তিনি সরকারকে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, 'সরকার যদি ভণ্ড দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে তৌহিদী জনতা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সর্বশেষে তিনি বলেন যে, ১৮ ই রমজান খোদ দেওয়ানবাগে তৌহিদী জনতার বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং চূড়ান্ত কর্মসূচি সেখান থেকে ঘোষণা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ফতোয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

সূত্র : ১৭৬৭/ইসঃ ফাউঃ সং ও দাওয়াহ্/৩/৮৭/৫১২২ তাং-৫/৯/৯১ইং

★ দেওয়ানবাগের পীর নিতান্ত গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট।
★ ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য তার সান্নিধ্যে উঠাবসা করা হারাম।
★ আর তার অপপ্রচার প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

মহাপরিচালকের পক্ষে -

(মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান)
পরিচালক
দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ

(মাওলানা উবায়দুল হক)
সভাপতি

(এ.কে.এম আবদুস সালাম)
সদস্য

(মাওলানা নূর উদ্দীন)
সদস্য